১। **শ্লেষ** -

- **লক্ষণ**- 'শ্লিষ্টৈঃ পদৈঃ অনেকার্থভিধানে শ্লেষ ইষ্যতে।'
- **অর্থ**- একটিমাত্র পদ বাক্যের মধ্যে একবার মাত্র উচ্চারিত হয়ে যদি অনেক বা একাধিক অর্থের সূচনা করে তাহলে সেই অলঙ্কারকে শ্লেষ অলঙ্কার বলে।
- **প্রকারভেদ**- শ্লেষ অলঙ্কারকে আটটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে যথা- বর্ণশ্লেষ, প্রত্যয়শ্লেষ, লিঙ্গশ্লেষ, প্রকৃতিশ্লেষ, পদশ্লেষ, বিভক্তিশ্লেষ এবং ভাষাশ্লেষ। যে প্রকার শ্লেষের দ্বারা বৈচিত্র সৃষ্টি হয়, তার নামানুসারে শ্লেষ অলঙ্কারের বিভাগগুলি করা হয়েছে।
- **উদাহরণ-**

"সর্বস্বং হর সর্বস্য ত্বং ভবচ্ছেদতৎপরঃ।
নয়োপকারস্যান্মুখ্যমায়াসি তনুবর্ত্তনম্॥ "

এই শ্লোকটির শিবপক্ষে এক প্রকার অর্থ এবং চোরপক্ষে আর এক প্রকার অর্থ। শিবপক্ষে অর্থ- হে হর ! অর্থাৎ মহাদেব, তুমি সকলের সর্বস্ব বা সমগ্র ধন স্বরূপ। 'ভবচ্ছেদনতৎপর' অর্থাৎ বার বার পৃথিবীতে জন্ম যন্ত্রণা ভোগের থেকে মুক্তি দানকারী। নীতির উপদেশ দেওয়ার জন্য 'তনুবর্ত্তন' করে অর্থাৎ বিভিন্ন অবতার মূর্ত্তি গ্রহণ করে তুমি আগমন কর। চোরপক্ষের অর্থ -(চোর পুত্রের প্রতি তার মার উপদেশ এটি) হে বৎস ! তুমি (ত্বং) সকলের সবকিছু চুরি কর (সর্বস্য সর্বস্বং হর)। তুমি সিঁদ কাটাতে দক্ষ হও (ছেদনতৎপরঃ ভব)। পরোপকারের সমস্ত চেষ্টা তুমি পরিত্যাগ কর (উপকারসান্মুখ্যং নয়)। পরিশ্রমবিশিষ্ট (আয়াসি) পরগৃহে চুরির জন্য দেহকে সিঁধের মাধ্যমে প্রবেশ করান প্রভৃতি কাজ (তনুবর্ত্তনম্) কর (নয়)।

প্রথম ব্যাখ্যায় 'হর'শব্দটি শিবের সম্বোধন এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'হৃ' ধাতুর লোটের রূপ। 'ভব ' শব্দটিও প্রথম ব্যখ্যায় শিবের সম্বোধন এবং দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'ভূ' ধাতুর লোটের রূপ। এই দুটি স্থলে 'সুপ্' ও 'তিঙ্' বিভক্তির শ্লেষের জন্য বিভক্তি শ্লেষ অলঙ্কার হয়েছে।

- **বিভাজন** - শ্লেষ অলঙ্কার অভঙ্গশ্লেষ, সভঙ্গশ্লেষ ও সভঙ্গাভঙ্গশ্লেষ এই তিনভাগে বিভক্ত। শব্দকে না ভেঙে যে শ্লেষ অলঙ্কার হয় তাকে বলে **অভঙ্গশ্লেষ**। প্রকৃতিশ্লেষ, বর্ণশ্লেষ, প্রত্যয়শ্লেষ, লিঙ্গশ্লেষ ও বচনশ্লেষে শব্দকে ভাগ না করেই অর্থাৎ বিশ্লেষণ না করেই শ্লেষ বিচার করা হয় বলে এই প্রকার শ্লেষগুলি অভঙ্গ শ্লেষ।

  শ্লেষ বোঝার জন্য শব্দের মধ্যগত অংশকে যেখানে ভাঙতে হয়, সেই শ্লেষকে বলে **সভঙ্গ শ্লেষ**। বিভক্তিশ্লেষ, পদশ্লেষ, ভাষাশ্লেষ প্রভৃতি ক্ষেত্রে শব্দকে ভাঙা হয় বা বিশ্লেষণ করা হয়। তাই এগুলি সভঙ্গশ্লেষ।

  যেখানে পূর্বোক্ত উভয় প্রকার শ্লেষই থাকে তাকে বলে সভঙ্গাভঙ্গ শ্লেষ।

২। **উপমা**-

- **লক্ষণ - "**সাম্যং বাচ্যমবৈধর্ম্যং বাক্যৈক্যে উপমা দ্বয়োঃ।**"**
- **অর্থ -** একটি বাক্যে বিরুদ্ধ ধর্মের কথা না বলে দুটি পদার্থের অভিধা দ্বারা বোধ্য সাদৃশ্যকে উপমালঙ্কার বলা হয়।

লক্ষণে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি পদের বিশেষ সার্থকতা আছে। 'বাক্যৈক্যে' অর্থাৎ একটিই বাক্যে 'দ্বয়োঃ' অর্থাৎ উপমান হিসাবে প্রতিভাত বস্তুর 'অবৈর্ধম্যম্'অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্মের কথা উল্লেখ না করে, 'বাচ্যম্' অর্থাৎ ইব, প্রভৃতি সাদৃশ্য বাচক শব্দ, উপমিত কর্মধারায় প্রভৃতি সমাস , ক্যচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের দ্বারা যখন উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্যের কথা স্পষ্ট ভাবে বলা হয় তখন সেই সাম্যকেই বলে উপমা।

- **বিভাজন-** আচার্য ভামহ, আচার্য মম্মট, আচার্য বিশ্বনাথ প্রমুখ আলঙ্কারিকগণ উপমা অলঙ্কারকে দুইভাগে বিভাজন করেছেন যথা- পূর্ণোপমা এবং লুপ্তোপমা। পূর্ণোপমা অলঙ্কার শ্রৌতী ও আর্থী এই দুইভাগে বিভক্ত। শ্রৌতী এবং আর্থী এই দুই প্রকার পূর্ণোপমাই আবার তদ্ধিতগত, সমাসগত ও বাক্যগত এই তিন ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ পূর্ণোপমার বিভাজন গুলি হল -

  ১। শ্রৌতী তদ্ধিতগত পূর্ণোপমা
  ২।শ্রৌতী সমাসগত পূর্ণোপমা
  ৩।শ্রৌতী বাক্যগত পূর্ণোপমা
  ৪।আর্থী তদ্ধিতগত পূর্ণোপমা
  ৫। আর্থী সমাসগত পূর্ণোপমা
  ৬। আর্থী বাক্যগত পূর্ণোপমা

আচার্য বিশ্বনাথ একুশ প্রকার লুপ্তোপমা স্বীকার করেছেন। বিশ্বনাথের মতে উপমা সাতাশ প্রকার।

উদাহরণ -

" মধুরঃ সুধাবদধরঃ পল্লবতুল্যোহতিপেলবঃ পাণিঃ।
চকিতমৃগলোচনাভ্যাং সদৃশী চ চপলে লোচনে তস্যাঃ ।।"

অর্থাৎ সেই যুবতী নায়িকার অধর সুধার মত মধুর, হাত পল্লবের মত অতিকোমল এবং চোখদুটি চকিত হরিণীর চোখের মতই চঞ্চল। শ্লোকটির প্রথম বাক্যটি হল 'অধরঃ সুধাবৎ মধুরঃ'। এখানে সুধা উপমান, অধর উপমেয়, মাধুর্য সাধারণ ধর্ম ও ঔপম্যবাচী বৎ প্রত্যয়। চারটি বৈশিষ্ট্যই থাকায় পূর্ণোপমা হয়েছে। 'সুধাবৎ' শব্দের অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা উপমা জ্ঞান হয় বলে এবং সুধাবৎ শব্দটি বৎ এই তদ্ধিত প্রত্যয় নিষ্পন্ন হওয়ায় এটি তদ্ধিতান্ত আর্থী পূর্ণোপমার উদাহরণ।

'পল্লবতুল্য অতিপেলবঃ পাণিঃ' এই শ্লোকাংশের ক্ষেত্রে পাণি উপমেয়, পল্লব উপমান, অতিপেলবতা সাধারণধর্ম এবং তুল্য ঔপম্যবাচী শব্দ। চারটি বৈশিষ্ট্যই উপস্থিত থাকায় এখানেও পূর্ণোপমা হয়েছে। সাদৃশ্যমূলক অর্থটি শব্দের অর্থ পর্যালোচনার দ্বারা লভ্য হওয়ায় এবং সমাসগত হওয়ায় এই অংশে সমাসগত আর্থী পূর্ণোপমার উদাহরণ ক্ষেত্র।

বাক্যগত আর্থী পূর্ণোপমার উদাহরণ হল 'চকিত মৃগলোচনাভ্যাম্ সদৃশী চ চপলে লোচনে তস্যাঃ' এই অংশ। এখানে লোচন উপমেয়, মৃগলোচনা উপমান, চপলতা সাধারণ ধর্ম এবং সদৃশী হল সামান্যবাচক শব্দ। এখানে 'চকিতমৃগলোচনভ্যাম্' পদের সঙ্গে সদৃশী পদের সমাস হয়নি। অতএব এটি বাক্যগত আর্থী পূর্ণোপমার উদাহরণ।